দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUL 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শিক্ষা ক্ষেত্রে দানে কর মওকুফ না করা জাতির জন্য ক্ষতিকর হইবে

---হেকম্যান

চট্টগ্রাম অফিস ।। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির (আই ইউ বি) কার্যক্রম পরিচিতি উপলক্ষে গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম ক্লাব মিলনায়তনে বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এল, কে, সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আই ইউবি'র প্রেসিডেন্ট সাবেক মন্ত্রী ডঃ এ, মজিদ খান, দৈনিক ইত্তেফাক ও

(১১শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ক্ষেত্রে

((১ম পৃঃ পর

নিউ নেশনের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ও আই ইউ বি ট্রাষ্টী বোর্ডের সদস্য ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডোয়েনে কলেজের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও আই ইউ বি উপদেষ্টা ডঃ ফিলিপ হেকম্যান। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ডঃ মজিদ খান বলেন, বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাকে বিশ্বমানের সহিত সঙ্গতি বিধান করা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। বিদেশে লব্ধ উচ্চ শিক্ষা প্রায় ক্ষেত্রে আমাদের দেশের উৎপাদন ও উন্নয়নে অবদান রাখিতে সক্ষম হয় না। আই ইউ বি'র সহিত বিশ্বের ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ রহিয়াছে। প্রধানতঃ ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, সৌদি আরব, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয় আই ইউ বি'র আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি গঠিত। ঐ কমিটি পাঠ্যসূচী (ক্যারিকুলাম) সম্পর্কে তথ্য ও পরামর্শসহ যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে। ডঃ খান জানান আগামী অক্টোবর মাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ভর্তি শুরু হইবে।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে। আমাদের যতই পশ্চাদপদতা থাকুক না কেন আমাদের উচ্চ শিক্ষার মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হইতে হইবে যদি আমরা দেশ ও জাতির উন্নত জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করিতে চাই। তিনি বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে আগাইয়া আসিতে হইবে। শুধু সরকার এবং সরকারী বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিলে শিক্ষার ব্যাপারে আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইবে। বর্তমানে আমাদের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বইপুস্তকসহ অনেক ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধার দৈন্যতা রহিয়াছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের জন্য আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকদের বুদ্ধি-পরামর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে।

ডঃ ফিলিপ হেকম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি শিক্ষাখাতে আর্থিক দানের উপর আয়কর মওকুফের আহ্বান জানাইয়া বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এধরনের ননপ্রফিট ইনষ্টিটিউশনে শত শত কোটি ডলার ব্যয়ের সুযোগ রহিয়াছে। শিক্ষাখাতে কেহ অর্থ দান করিলে সেই অর্থের আয়কর রেয়াত পাওয়া উচিত। এই রেয়াত না থাকিলে তাহা এই জাতির জন্য ক্ষতিকর হইবে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের বাজেট, বৃটিশ আমল হইতে প্রচলিত দানের সামগ্রীর উপর আয়কর রেয়াত প্রত্যাহার করা হয়।

সমাবেশে সভাপতির ভাষণে, ইঞ্জিনিয়ার এল, কে, সিদ্দিকী এমপি, বলেন, এই মহৎ কাজ সকলকে সম্পৃক্ত করার জন্য আজকের এই উদ্যোগ। তিনি বলেন, আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়া ছিনিমিনি খেলিতে চাহি না। প্রতি বৎসর ৩০/৪০ হাজার ছেলে-মেয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে যাইতেছে। তাহাদের ধরিয়া রাখা যায় না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রবণতা রোধে সহায়ক হইবে। তিনি জানান, আইইউবি পরিচালনার জন্য ১ হাজার ট্রাষ্টি নেওয়া হইবে। তাহারাই হইবে ইহার মূল পরিচালক।

গতকাল অনুষ্ঠানে সমাবেশের সভাপতি এল, কে, সিদ্দিকী এমপি, ন্যাশনাল শিপিং লাইনসের এম, ডি, শাহ আলম ও ক্রাউন গ্রুপ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফরিদ আহমদ চৌধুরী ট্রাষ্টি পদ গ্রহণ করেন।